MAR. 24 2001

~~MAR. 23 2001~~

ভোরের কাগজ

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ৭ ..... কলাম ..... ৪ .....

১২ বছর চাকরি করেও সরকারি অনুদান পাননি শিক্ষক এমদাদ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : দীর্ঘ ১২ বছর চাকরি করার পরও সরকারি অনুদান পাননি হতভাগ্য শিক্ষক মোঃ এমদাদ হোসেন। কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার ধরনা দিয়ে তিনি যখন ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছেন তখন উপজেলা শিক্ষক অফিস থেকে তাকে বলা হচ্ছে পদত্যাগ করে নতুন করে নিয়োগ লাভ করার জন্য।

এমদাদ হোসেন কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার চৌদ্দশত ইউনিয়নের নেহারদিয়া-গোবিন্দপুর হোসাইনীয়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান ৩ ডিসেম্বর '৮৯। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে এবং তা রেজিস্ট্রেশন লাভ করে '৯৪ সালের ৩০ জুলাই।

বিদ্যালয়টি রেজিস্ট্রেশনের সময় একজন মহিলাসহ চারজন শিক্ষকের বিস্তারিত তথ্য সংবলিত নামের তালিকা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দেওয়া হয়। সে সময় মহিলাসহ তিন শিক্ষকের অনুদান মঞ্জুর হয়। কিন্তু এমদাদ হোসেনের বয়স ১৮ বছরের কম থাকায় তার অনুদান স্থগিত রাখা হয়।

পরবর্তী সময়ে তার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হলে শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব দেখিয়ে তাকে অনুদান দেওয়া হয়নি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমতি ও অনুমোদনক্রমে তিনি সিইনএড এবং প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে এইচএসসি যোগ্যতা অর্জন করেন। কিন্তু তারপরও তাকে অনুদান দেওয়া হয়নি। গত ৭-২-২০০০ তারিখে তিনি সরকারি অনুদানের জন্য পুনরায় আবেদন করেন। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয়নি।

এমদাদ

শিক্ষক এমদাদ হোসেন এ প্রতিনিধিকে জানান, ইদানীং উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে তাকে পদত্যাগ করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পদত্যাগপত্রের একটি খসড়াও তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাকে উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পদটি শূন্য ঘোষণা করে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে যোগ্যতার সুপারিশসহ তার নিয়োগপত্র প্রেরণ করতে হবে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে এমদাদ বলেন, নতুন করে যদি যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়, তাহলে দীর্ঘ ১২ বছর কোন যোগ্যতায় শিক্ষকতা করেছি?

অভিযোগ রয়েছে, তাকে সরিয়ে উক্ত পদে নতুন লোক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে দর কষাকষি চলছে।